বিদ্বেষ ও বৈষম্য প্ররোচনার বিরুদ্ধে প্রস্তাবসমূহ

MINISTRY OF JUSTICE
Tāhū o te Ture

New Zealand Government

সূচিপত্র

ন্যায় মন্ত্রী থেকে ভূমিকা 3

প্রস্তাবসমূহের সংক্ষিপ্তসার 5

বিদ্বেষ/শত্রুতা প্ররোচনার বিরুদ্ধে প্রস্তাবসমূহ 5

বিস্তৃত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা উন্নত করা 6

কীভাবে সাবমিশন করবেন 8

সরকার আপনার কাছ থেকে শুনতে চায় 8

x জুন থেকে y আগস্ট 2021 পর্যন্ত সাবমিশন করা যাবে 8

আপনি মন্ত্রকের সিটিজেন স্পেস (Citizen Space) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাবমিশন করতে পারেন 8

আপনি ইমেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগেও জমা দিতে পারেন 8

গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত তথ্য 8

প্রশ্ন এবং অতিরিক্ত তথ্য 9

সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগ 10

আপনি যদি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা বা আচরণের সম্মুখীন হচ্ছেন তবে আপনি কী করতে পারেন? 10

পটভূমি এবং প্রসঙ্গ 11

সরকার কেন এটি করছে? 11

মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষিত তবে যুক্তিসঙ্গত সীমা সাপেক্ষ 12

মানবাধিকার আইন (Human Rights Act) 1993-এ শত্রুতা প্ররোচনা নিষিদ্ধ করার দুটি বিধান রয়েছে 13

বর্তমান আইনে বেশ কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে 15

সরকার ছয়টি প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত চাইছে 17

এই প্রস্তাবগুলোর উদ্দেশ্য কী? 17

এখন পর্যন্ত কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? 17

ওয়াইতাঙ্গীর সন্ধির (Treaty of Waitangi) ভিত্তিতে বিবেচনাসমূহ 18

পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ 18

এই নথিতে প্রস্তাবগুলোতে মতামতের জন্য প্রশ্ন প্রদান করা হয়েছে 19

এখানে একটি পরিশিষ্ট রয়েছে যাতে আইনী পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে আরও বিশদে বলা রয়েছে ..19

বিদ্বেষ প্ররোচনার সাথে সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ 20

প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধান দ্বারা সুরক্ষিত গোষ্ঠীগুলো বৃদ্ধি করা 20

আইনটি কী ধরনের আচরণ নিষিদ্ধ করেছে তা পরিষ্কার করে দেওয়া এবং আইন ভঙ্গ করার পরিণতি বাড়ানো 22

বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষাগুলো আরও বিস্তৃতভাবে উন্নত করা.....26

এমন সম্পর্কিত কাজ যার বিষয়ে এই নথিতে আলোচনা করা হয়নি 29

পরিশিষ্ট 1 - মানবাধিকার আইন 1993 এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ 30

পরিশিষ্ট 2 - বর্তমান বিধান এবং প্রস্তাবসমূহের বিশদ.....31

ন্যায় মন্ত্রী থেকে ভূমিকা

টেনা কোটো,

আউটেরুয়া নিউজিল্যান্ডকে নিজের বাসস্থান হিসাবে বেছে নেওয়া বিভিন্ন ধরনের মানুষদের জন্য আমাদের সমাজ আরও শক্তিশালী হয়েছে।

মানবাধিকার আইন 1993 এমন কথাবার্তাকে নিষিদ্ধ করে যা বর্ণগত বৈষম্যকে প্ররোচিত করে এবং কোনো ব্যক্তির পরিচয়ের কোনো দিকের কারণে তার সাথে বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে। ন্যায় মন্ত্রকের একটি পর্যালোচনা এবং 15 মার্চ 2019-এ ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারির সুপারিশ অনুসরণ করে সরকার এই সুরক্ষাগুলোকে আরও শক্তিশালী ও স্পষ্ট করার জন্য পরিবর্তনের প্রস্তাব দিচ্ছে। সরকার বৈষম্য সংক্রান্ত বিধানের আরও বিস্তৃতভাবে অতিরিক্ত দুটি আইনী পরিবর্তন প্রস্তাব করছে। এই নথিটি আপনাকে এই প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে মতামত জানানোর এবং উন্নতির জন্য পরামর্শ দেওয়ার একটি সুযোগ প্রদান করছে।

এই প্রস্তাবগুলোর এমন বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগকে লক্ষ্য করে যা আমাদের সমাজের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অসহিষ্ণুতা, কুসংস্কার এবং বিদ্বেষের অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে এবং গেঁথে দিতে চায়। সমস্ত মানুষ সমান, এবং আমাদের সমাজ এমন মানুষ দিয়ে গঠিত যাদের পরিচয়ের বিভিন্ন দিক রয়েছে। জাতিসত্তা, ধর্ম বা যৌন অভিমতের মতো ভাগ করা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্ররোচিত করা আমাদের অন্তর্ভুক্তি এবং বৈচিত্র্যের মূল্যবোধের উপর আক্রমণ। এমন প্ররোচনা অসহনীয় এবং আমাদের সমাজে এর কোনো স্থান নেই।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ যা এই সরকার রক্ষা করে। বৈষম্য থেকে মুক্তির পাশাপাশি এটি নিউজিল্যান্ডের বিল অব রাইটস অ্যাক্ট (New Zealand Bill of Rights Act) 1990-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রস্তাবগুলোর একটি উদ্দেশ্য হল এই অধিকারগুলোকে আরও ভালোভাবে রক্ষা করা, এমন ব্যক্তিরা যারা বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার শিকার হয়েছে তাদের মুক্তভাবে নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার সহ। বিল অব রাইটস অ্যাক্ট অন্যদের অধিকার এবং স্বার্থের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে অধিকারের ন্যায়সঙ্গত সীমাবদ্ধতার সুযোগ প্রদান করে।

এই প্রস্তাবগুলো প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধানগুলো আরও বিস্তৃতভাবে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর উপর প্রযোজ্য করার চেষ্টা করে যারা বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার সম্মুখীন হন, যেমন ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন যৌন অভিমতের ব্যক্তিদের সম্প্রদায়গুলো। প্রস্তাবগুলো কথাবার্তাকে অপরাধমূলক করার উচ্চ সীমানাকে নামিয়ে আনার জন্য বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর গণ তর্কবিতর্ক রোধ করার জন্য নয়।

সরকার আউটেরুয়াতে আরও বৃহত্তর সামাজিক সংহতি গড়ে তুলতে চায় যাতে এটি এমন একটি স্থান হয় যার সম্পর্কে প্রত্যেকের যেন মনে হয় যে তারা এটির অংশ। এর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এমন আচরণ ও ভাষার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যা আমাদের লোকদের ক্ষতি করে। আমাদের বৈচিত্র্য আউটেরুয়াকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। যে সম্প্রদায়গুলো অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ঐক্যকে উৎসাহিত করে তারা আমাদের সমাজকে শক্তিশালী করতে থাকে। বিদ্বেষের অভিজ্ঞতা মানুষকে এমন স্থানে অনিরাপদ এবং অবাঞ্ছিত বোধ করাতে পারে যে স্থানগুলোকে তাদের ঘর বলে মনে হওয়া উচিত। এর ফলে আরও বৈষম্য এবং সহিংসতা বাড়তে পারে। আমি আপনাকে এই প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে আপনার মতামত আমাদের সাথে ভাগ করে নিতে উৎসাহিত করছি।

অঙ্গা মিহি

মাননীয় ক্রিস ফাফোই
ন্যায় মন্ত্রী

প্রস্তাবসমূহের সংক্ষিপ্তসার

সরকার নিচে তালিকাভুক্ত সমস্ত প্রস্তাবে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। নীতিগতভাবে সম্মতির অর্থ হল প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে বিস্তৃত সাধারণ সম্মতি তবে বিস্তারিত নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলোর উপর নয়। এর অর্থ এই যে সরকার মনে করে যে পরিবর্তনগুলো ভাল ধারণা তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এবং আইনটি পরিবর্তনের জন্য আইন প্রণয়ন প্রস্তাব করার আগে অন্যান্য লোকেরা কী মনে করেন তা শুনতে চায়। প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তাবগুলো পরিবর্তন করা হতে পারে।

এই প্রস্তাবগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এবং এগুলো প্রস্তাবিত হওয়ার কারণগুলো এই নথির 17 পৃষ্ঠা থেকে উপলব্ধ রয়েছে।

এই প্রস্তাবগুলো 15 মার্চ 2019-এ ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে সন্ত্রাসবাদী হামলার বিষয়ে রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারির সুপারিশগুলোতে সরকারের প্রতিক্রিয়ার একটি সামান্য অংশ মাত্র। বিদ্বেষমূলক অপরাধ ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যকে আরও সাধারণভাবে বোঝার এবং সমাধান করার জন্য সরকারের অন্যান্য কিছু কাজ 25 পৃষ্ঠায় তালিকাবদ্ধ রয়েছে। সুপারিশগুলোর প্রতিক্রিয়া জানাতে এটির এবং অন্যান্য কাজের বিষয়ে আরও তথ্য আপনি এখানে পেতে পারেন: https://dpmc.govt.nz/our-programmes/national-security/royal-commission-inquiry-terrorist-attack-christchurch-masjidain

বিদ্বেষ / শত্রুতা প্ররোচনার বিরুদ্ধে প্রস্তাবসমূহ

প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধান দ্বারা সুরক্ষিত গোষ্ঠীগুলো বৃদ্ধি করা

- **প্রস্তাব এক:** মানবাধিকার আইন 1993-এ প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধানগুলোর ভাষা পরিবর্তন করুন যাতে সেগুলো বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের লক্ষ্যবস্তু হওয়া আরও গোষ্ঠীগুলোকে রক্ষা করে।
    - বর্তমানে, এই আইনের অধীনে একটি গোষ্ঠীকে রক্ষা করা হয় যদি বর্ণ, জাতি, বা জাতিগত বা জাতীয় উৎসের কারণে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট উপায়ে বিদ্বেষ প্ররোচিত করা হয়
    - এই প্রস্তাবের অধীনে, আরও গোষ্ঠীগুলো আইন দ্বারা সুরক্ষিত হবে যদি তাদের মধ্যে রয়েছে এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্ররোচিত করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে মানবাধিকার আইনের কিছু বা অন্য সমস্ত কারণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এই ভিত্তিগুলো আইনের 21 ধারায় তালিকাভুক্ত হয়েছে, যা পরিশিষ্ট এক এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আইনটি কী ধরনের আচরণ নিষিদ্ধ করেছে তা পরিষ্কার করে দেওয়া এবং আইন ভঙ্গ করার পরিণতি বাড়ানো

- **প্রস্তাব দুই:** মানবাধিকার আইন 1993-এর বিদ্যমান ফৌজদারি বিধানের পরিবর্তে অপরাধ আইন (Crimes Act) 1961 তে একটি নতুন ফৌজদারি অপরাধ প্রতিস্থাপন করুন যা স্পষ্টতর ও বেশি কার্যকর।

- আইনটি এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যাতে প্রস্তাব এক এ তালিকাভুক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্বেষ প্ররোচিত করবে, উস্কিয়ে দেবে, বজায় রাখবে বা স্বাভাবিক করে তুলবে, তারা যদি হিংসা প্ররোচিত করা সহ হুমকি দিয়ে, অপব্যবহার বা অপমান করে সেটি করে তবে তারা আইন ভঙ্গ করেছে বলে বিবেচিত হবে
- এমন ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করবেন, তা তারা যেভাবেই হুমকি দেন, অপব্যবহার করেন বা অপমান করেন না কেন। এটি মৌখিকভাবে অন্য কোনো ব্যক্তিকে করা হয়েছিল, লিখিতভাবে করা হয়েছিল (অঙ্কন বা কথায়) বা অনলাইনে করা হয়েছিল (যেমন সোশ্যাল মিডিয়াতে, কোনো ইমেইলে বা কোনো ডিজিটাল বার্তায়) কিনা তা বিবেচ্য নয়।

- **প্রস্তাব তিন:** ফৌজদারী অপরাধের গম্ভীরতার আরও ভালোভাবে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তার শাস্তি বাড়িয়ে দিন। এটি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা $7,000 এর জরিমানা থেকে বদলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা $50,000 এর জরিমানা করা হবে।

- **প্রস্তাব চার:** ফৌজদারি বিধানে যে পরিবর্তন হচ্ছে তার সাথে মিল রাখার জন্য নাগরিক প্ররোচনা বিধানের ভাষা পরিবর্তন করুন।

বিস্তৃত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা উন্নত করা

- **প্রস্তাব পাঁচ:** নাগরিক বিধান পরিবর্তন করুন যাতে "বৈষম্য প্ররোচিত করা" আইন বিরোধী হয়।
    - আইনটি এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যাতে উক্ত আইন দ্বারা সুরক্ষিত কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি দ্বারা অন্য ব্যক্তিদের বৈষম্যমূলক আচরণ করতে প্ররোচিত করা বা উস্কানি দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি সুরক্ষিত গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে অন্যের চেয়ে খারাপভাবে বা অন্যরকমভাবে আচরণ করার জন্য অন্যদের উৎসাহিত করবে সে আইন ভঙ্গ করবে। এর অর্থ হবে যে তখন কোনো ব্যক্তি মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করতে পারবেন।

- **প্রস্তাব ছয়:** মানবাধিকার আইনে বৈষম্যের ভিত্তিগুলো বাড়ান যাতে স্পষ্ট হয় যে ট্রান্স (trans), জেন্ডার ডাইভার্স (gender diverse) এবং ইন্টারসেক্স (intersex) মানুষরা বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত।
    - বর্তমানে, যৌন লক্ষণের কারণে মানুষদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা আইন বিরোধী। সরকার মনে করে যে এটি লিঙ্গ পরিচয় বা লিঙ্গ অভিব্যক্তির কারণে বা মানুষের লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য বা ইন্টারসেক্স স্থিতির কারণে বৈষম্য থেকে রক্ষা করে তবে আইনটি এ

সম্পর্কে আরও স্পষ্ট হতে পারে। আইনটি লিঙ্গ এবং যৌন লক্ষণের এই দিকগুলোকে বিশেষভাবে আওতাভুক্ত করতে পরিবর্তিত হবে।

কীভাবে সাবমিশন করবেন

সরকার আপনার কাছ থেকে শুনতে চায়

সরকার এই নথির প্রস্তাবগুলোতে বিস্তীর্ণ পরিসীমার গোষ্ঠী এবং লোকেদের কাছ থেকে মতামত পেতে চায়। উন্নতির জন্য আপনার মতামত এবং পরামর্শগুলো সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে উদ্‌বুদ্ধ করবে।

এই আলোচনার নথিটি কেবল মানবাধিকার আইনে প্ররোচনার বিধানগুলোর বিষয়ে। সরকার অন্যান্য যা কাজ করছে সে সম্পর্কিত তথ্য 25 পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

25 জুন থেকে 6 আগস্ট 2021 পর্যন্ত সাবমিশন করা যাবে

[25 জুন থেকে 6 আগস্ট 2021] পর্যন্ত সাবমিশন করার সুযোগ খোলা থাকবে।

যদি সরকার আইনে পরিবর্তনগুলো অগ্রসর করতে সম্মত হয় তবে আপনি বাছাই কমিটি প্রক্রিয়া চলাকালীন একটি সংশোধনী বিলে মতামত দেওয়ার সুযোগও পাবেন।

আপনি মন্ত্রকের সিটিজেন স্পেস (Citizen Space) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাবমিশন করতে পারেন

আপনি https://consultations.justice.govt.nz এ সিটিজেন স্পেস (Citizen Space) খুঁজে পেতে পারেন। এই সাইটটি প্রস্তাবগুলোতে মতামত জানানোর একটি সহজ উপায় প্রদান করে।

আপনি ইমেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগেও জমা দিতে পারেন

আপনি ইমেইলের মাধ্যমে আপনার সাবমিশন humanrights@justice.govt.nz এ পাঠাতে পারেন।

আপনি Human Rights, Ministry of Justice, SX10088, Wellington এ লিখিত সাবমিশন পাঠাতে পারেন।

গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত তথ্য

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনার মতামত সরকারী তথ্য আইন (Official Information Act) 1982 এর অধীনে তথ্যের জন্য ন্যায় মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ সাপেক্ষ হতে পারে। আইনটির অধীনে আপনার নাম এবং ঠিকানা সহ ব্যক্তিগত বিবরণ আটকে রাখা যেতে পারে। আপনি যদি না চান যে আপনার দেওয়া কোনো তথ্য প্রকাশ করা হোক, তবে অনুগ্রহ করে এটি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করুন এবং কেন তা ব্যাখ্যা

করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কিছু তথ্য গোপনীয় রাখতে চাইতে পারেন কারণ তা সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য। এই জাতীয় অনুরোধে সাড়া দেবার সময় ন্যায় মন্ত্রক আপনার মতামত বিবেচনা করবে।

গোপনীয়তা আইন (Privacy Act) 2020 পরিচালনা করে যে মন্ত্রক কীভাবে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য এবং আপনার প্রদত্ত তথ্য সংগ্রহ, ধারণ, ব্যবহার এবং প্রকাশ করবে। আপনার ব্যক্তিগত তথ্য অ্যাক্সেস এবং সংশোধন করার অধিকার রয়েছে।

মন্ত্রক সক্রিয়ভাবে সাবমিশনগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করবে। সংক্ষিপ্তসারে এমন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে না যা কাউকে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্ত করতে পারে।

প্রশ্ন এবং অতিরিক্ত তথ্য

আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা পর্যালোচনা বা সাবমিশন করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্য চান তবে অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখুন: www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination , বা ইমেইলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: humanrights@justice.govt.nz।

সরকার সাবমিশন করার ক্ষেত্রে যত সম্ভব প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে আনতে বা অপসারণ করতে চায় তবে বোঝে যে আপনার মতামত ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে তবুও কিছু বাধা থাকতে পারে। সিটিজেন স্পেস, ইমেইল বা ডাকের মাধ্যমে সাবমিশন করা যদি আপনার পক্ষে সম্ভব না হয় তবে অনুগ্রহ করে উপরে তালিকাভুক্ত যে কোনো উপায়ের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনাকে সাবমিশন করতে সহায়তা করার জন্য আমরা আপনার সাথে কাজ করব।

সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগ

এই আলোচনার নথিতে বিদ্বেষ প্ররোচনা সংক্রান্ত আইনগুলোতে পরিবর্তনের বিষয়ে আপনার মতামত চাওয়া হয়েছে। যদিও আমরা মানুষদের অভিজ্ঞতাগুলো সম্পর্কে সাবমিশন করাকে স্বাগত জানাই তবে আমরা আপনি ব্যক্তিগত রাখতে চান এমন সংবেদনশীল বা ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিই এবং অনুরোধ করি যে আপনি এমন ব্যক্তিদের নাম যেন না রাখেন যাদের শনাক্ত করা যাবে।

আপনি যদি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা বা আচরণের সম্মুখীন হচ্ছেন তবে আপনি কী করতে পারেন?

আপনার নিরাপত্তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই নথির বিষয়বস্তু আপনাকে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির ঝুঁকিতে ফেলে দেয় তবে তথ্যের জন্য কোথায় যেতে হবে বা সহায়তা চাইতে হবে তা জেনে রাখা আপনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

- আপনি যদি মনে করেন যে আপনার নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে, তবে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করুন। জরুরি অবস্থা হলে 111 এ ফোন করুন। আপনি এই মুহূর্তে বিপদে না থাকলে, 105 এ ফোন করুন।
- মানবাধিকার কমিশন (Human Rights Commission) কীভাবে সহায়তা করতে পারে সে সম্পর্কে তথ্যের জন্য https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/ দেখুন
    - বর্ণগত হয়রানির বিষয়ে তথ্যের জন্য https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/
- অনলাইনে ঘটা অপব্যবহারের জন্য https://www.netsafe.org.nz/
- আপনি কেমন অনুভব করছেন সে সম্পর্কে কারও সাথে কথা বলতে চাইলে আপনি 1737 নম্বরে ফোন বা টেক্সট করতে পারেন।

পটভূমি এবং প্রসঙ্গ

সরকার কেন এটি করছে?

বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা কী?

'বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা'(hate speech) একটি বিস্তৃত পরিভাষা যা আউটেরুয়া নিউজিল্যান্ড আইনে ব্যবহৃত হয় না। এটি সাধারণত এমন কথাবার্তা হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয় যা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেমন জাতিসত্তা, ধর্ম বা যৌন অভিমতের উপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে।

এই নথির প্রস্তাবগুলো নির্দিষ্টভাবে এমন কথাবার্তা সংক্রান্ত যা একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্ররোচিত করে

প্রস্তাবগুলো এবং মানবাধিকার আইনের বর্তমান বিধানগুলো এমন কথাবার্তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা কোনো গোষ্ঠীর প্রতি অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে 'বিদ্বেষ প্ররোচিত করে'। এমন কথাবার্তা কে 'বিদ্বেষ প্ররোচিত করা' বলে যা আপত্তিজনক বা হুমকীপূর্ণ এবং যা ভাগ করে নেওয়া একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোনো গোষ্ঠীর (এক ব্যক্তির দিকে পরিচালিত হওয়ার চেয়ে) প্রতি শত্রুতা উস্কে দেয়।

বিদ্বেষ প্ররোচিত করা কথাবার্তা উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে

বিদ্বেষ প্ররোচিত করে এমন কথাবার্তাকে সরকার সাম্য, বৈচিত্র্য, সম্মান এবং ন্যায্যতার প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। বিদ্বেষ প্ররোচনা উল্লেখযোগ্য ক্ষতি ঘটায়, যা বিদ্বেষের শিকার সম্প্রদায়গুলোতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং যার পরিণামে সহিংসতার কারণ হতে পারে। বিদ্বেষ প্ররোচনা শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতে বাধা সৃষ্টি করে আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিভাজন ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের সমাজের ক্ষতি করে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোর জন্য বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার বিরুদ্ধে আইন আবশ্যক

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোর অধীনে বিদ্বেষ প্ররোচিত করা নিষিদ্ধ। আউটেরুয়া হল সমস্ত রুপের বর্ণগত বৈষম্য দূরীকরণের আন্তর্জাতিক কনভেনশন (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD) এর অংশীদার, যার মতে রাষ্ট্রগুলোর বর্ণবাদী বিদ্বেষমূলক বক্তৃতার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন আবশ্যক, যা আউটেরুয়া করেছে।

নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) তে জাতিগত, বর্ণগত বা ধর্মগত বিদ্বেষকে সমর্থন করার বিরুদ্ধে আইনের আবশ্যকতাও রয়েছে যা এটিকে অন্যদের বৈষম্য, শত্রুতা বা সহিংসতার জন্য প্ররোচিত করার সমান মনে করে।

সরকার বিদ্বেষ প্ররোচনার বিরুদ্ধে সুরক্ষাগুলো উন্নত করতে চায়

জনগণকে বিদ্বেষ প্ররোচনা থেকে রক্ষা করা নিরাপদ সম্প্রদায় গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবে এবং এই বার্তাটিকে আরও জোরদার করবে যে বিদ্বেষ প্ররোচিত করা এমন একটি আচরণ যাকে সমাজ নিন্দনীয় এবং ক্ষতিকারক বলে বিবেচনা করে। এটি ইতোমধ্যে নাগরিক ও ফৌজদারি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ, তবে আইনটি উন্নত হতে পারে।

সরকার যে প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করছে সেগুলোর বিবরণ পৃষ্ঠা 17 তে উপলব্ধ।

সরকার প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে আপনার মতামত শুনতে চায়

এই আলোচনার নথির লক্ষ্য হল এই প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা করা। এতে প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং উন্নতির জন্য মতামত এবং পরামর্শ চাওয়া হয়েছে।

সরকার জানে যে এই কাজে উচ্চ স্তরের জনস্বার্থ রয়েছে এবং আপনার মতামত শোনা গুরুত্বপূর্ণ।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষিত তবে যুক্তিসঙ্গত সীমা সাপেক্ষ

নিউজিল্যান্ডের বিল অব রাইটস অ্যাক্ট 1990 এর 14 ধারা মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করে। এর মধ্যে রয়েছে কোনো ধরনের, যে কোনো রূপে তথ্য এবং মতামত অনুসন্ধান, গ্রহণ এবং প্রদানের স্বাধীনতা। 1948 সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) এবং ICCPR-এ মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিল অব রাইটস অ্যাক্টের সমস্ত অধিকার এবং স্বাধীনতার মতো, মত প্রকাশের অধিকারকে আইন দ্বারা এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা যায় যা একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। আউটেরুয়াতে এমন বেশ কয়েকটি আইন রয়েছে যা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে যেগুলো ন্যায়সঙ্গত। এই আইনগুলো মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য অধিকার এবং স্বার্থে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, সিনেমার শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা শিশুদের এবং জনসাধারণের অন্যান্য সদস্যদের অধিকার রক্ষা করার জন্য এবং এমন বিষয়বস্তু যা তারা ক্ষতিকারক বা তাদের সমাজের মান লঙ্ঘন করে বলে মনে করতে পারেন তার থেকে রক্ষা করার জন্য নির্মাতাদের এবং দর্শকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে।

মানবাধিকার আইন (Human Rights Act) 1993-এ শত্রুতা প্ররোচনা নিষিদ্ধ করার দুটি বিধান রয়েছে

প্ররোচনার বিধানগুলো একটি নাগরিক ও ফৌজদারি বিধান দ্বারা গঠিত

নাগরিক আইন ব্যবস্থা ব্যক্তি, সংস্থা এবং কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধগুলোকে আচ্ছাদন করে। বিবাদগুলো চুক্তি, ঋণ সম্পর্কে বা অবহেলার মতো ক্রিয়া সম্পর্কে হতে পারে। নাগরিক পদক্ষেপগুলো এক পক্ষ দ্বারা অন্য পক্ষের হওয়া অপকার বা ক্ষতি মেরামত করার এবং পুনরায় ক্ষতি সংঘটিত হওয়া থেকে রোধের উপায় প্রদান করে।

ফৌজদারি আইন ব্যবস্থার লক্ষ্য হল সমাজে নিন্দনীয় বা ক্ষতিকারক হিসাবে গণ্য আচরণকে শাস্তি, পরিণামের ভীতি ও প্রকাশ্য নিন্দার মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা। ফৌজদারী মামলাগুলো প্রধানত রাষ্ট্রের দ্বারা, সমাজের পক্ষে, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হয়।

বর্ণগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে নাগরিক প্ররোচনার বিধান

মানবাধিকার আইনের নাগরিক বিধান (ধারা 61) তে বলা হয়েছে যে এমন ভাষা বা লিখিত বিষয় ব্যবহার, প্রকাশ, সম্প্রচার বা বিতরণ করা আইন বিরোধী যা উভয়:

1. হুমকিপূর্ণ, আপত্তিজনক বা অপমানজনক এবং
2. কোনো গোষ্ঠীর প্রতি তাদের বর্ণ, জাতি বা জাতিগত বা জাতীয় উৎসের ভিত্তিতে শত্রুতা প্ররোচিত করার বা হেনস্থা করার প্রবৃত্তি জাগানোর সম্ভাবনা রাখে।

কোনো ব্যক্তি যদি মনে করেন যে কেউ এমন কিছু করেছে যা ধারা 61 মতে আইন বিরোধী তবে তারা মানবাধিকার কমিশনে (কমিশন) অভিযোগ জানাতে পারেন। কোনো ব্যক্তি কমিশনের কাছে যে কোনো বক্তব্য সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারেন এমনকি তিনি যদি যে গোষ্ঠীকে তা লক্ষ্য করে করা হয়েছে সেই গোষ্ঠীভুক্ত না হন তবুও।

কমিশনের ভূমিকা হল অভিযোগটি সমাধানের চেষ্টা করা। কমিশন তথ্য, সমস্যা সমাধানের সহায়তা এবং মধ্যস্থতা প্রদান করতে পারে। মধ্যস্থতা বাধ্যতামূলক নয়। যদি মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করা হয়, বা অভিযোগটি সমাধান করতে ব্যর্থ হয়, তবে অভিযোগকারী মানবাধিকার পর্যালোচনা ট্রাইব্যুনাল (Human Rights Review Tribunal) (ট্রাইব্যুনাল) এ আবেদন দায়ের করতে পারবেন। ট্রাইব্যুনাল শুনানি পরিচালনা করতে এবং উপলব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে মামলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ট্রাইব্যুনাল যদি জানতে পারে যে ধারা 61 লঙ্ঘন হয়েছে, তবে এটি উপযুক্ত মনে করে এমন যেকোনো প্রতিকার দিতে পারে। এর মধ্যে এটি ঘোষণা করা যে বিবাদী আইন লঙ্ঘন করেছে, বিবাদীকে তাদের লঙ্ঘন চালিয়ে যাওয়া বা পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত রাখতে নিরোধক আদেশ প্রদান এবং $350,000 পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

61 ধারার সম্পূর্ণ পাঠ্য পরিশিষ্ট এক এ প্রদান করা হয়েছে।

বর্ণগত বৈষম্য প্ররোচনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিধান

মানবাধিকার আইনের ফৌজদারি বিধান (ধারা 131) এ বলা হয়েছে যে এমন ভাষা ব্যবহার বা লিখিত বিষয় প্রকাশ, সম্প্রচার বা বিতরণ করে বর্ণগত বিভেদ তৈরি করা ফৌজদারি অপরাধ যা নিম্নলিখিতের সমস্ত:

1. হুমকিপূর্ণ, আপত্তিজনক, বা অপমানজনক,
2. কোনো গোষ্ঠীর প্রতি তাদের বর্ণ, জাতি বা জাতিগত বা জাতীয় উৎসের ভিত্তিতে শত্রুতা বা দ্বেষ জাগানোর বা তাদের হেনস্থা বা উপহাস করার সম্ভাবনা রাখে, এবং
3. এমন শত্রুতা, দ্বেষ, হেনস্থা বা উপহাস প্ররোচনার জন্য উদ্দেশিত।

এই অপরাধটি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা $7,000 জরিমানা দ্বারা দণ্ডনীয়। ধারা 131 অনুসারে কারও বিরুদ্ধে মামলা করা হলে তারা দোষী কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে জেলা আদালতে একটি বিচার হবে।

ধারা 131 এর সম্পূর্ণ পাঠ্য পরিশিষ্ট এক এ প্রদান করা হয়েছে।

প্ররোচনার বিধানগুলো হল মত প্রকাশের স্বাধীনতার ন্যায়সঙ্গত সীমা

একসাথে, প্ররোচনার বিধানগুলো একটি সুষম পন্থা গঠন করে যা শাস্তির তীব্রতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার গম্ভীরতারকে বিবেচনা করে। এই শাস্তিগুলো প্রতিফলিত করে যে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য লোকেদের মধ্যে শত্রুতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা (ধারা 131) সেই অভিপ্রায় ছাড়া বলা কথাবার্তার চেয়ে গুরুতর (ধারা 61)।

বর্তমান প্ররোচনার বিধানগুলো এমন কথাবার্তাকে লক্ষ্যবস্তু করে যা অন্যদের বিশ্বাস করায় যে বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত একটি সমাজ চলতে পারে না এবং মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চায়। আইনটি এই মনোভাবগুলোকে প্ররোচিত করা নিষিদ্ধ করে কারণ এগুলো মানবাধিকার এবং আউটেরুয়া নিউজিল্যান্ডের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে বেমানান। এই মনোভাবগুলো গণতান্ত্রিক নীতিগুলোর বিরোধী কারণ এগুলো এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে জাতিসত্তা, ধর্ম বা যৌন অভিমতের মতো একটি ভাগ করা চরিত্রগত কারণে কিছু লোকের গোষ্ঠী অন্যদের চেয়ে নিম্নমানের। এমন বিশ্বাস থাকতে পারে যে এই গোষ্ঠীগুলোর একই অধিকার না থাকা উচিত, এদের সাথে আলাদা আচরণ করা এবং এদের বাদ দেওয়া উচিত।

বিদ্বেষ প্ররোচিত করে এমন বক্তব্যগুলো লক্ষ্যবস্তু গোষ্ঠীর সমতার অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা এবং মেলামেশার স্বাধীনতার অধিকারের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ এই আচরণ উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং মানুষকে অনিরাপদ বোধ করাতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত তাদের জনজীবনে অংশ নিতে এবং সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা দেয়। এই কারণগুলোর জন্য নাগরিক ও ফৌজদারি আইনের যথাযথ ভারসাম্যের মাধ্যমে এই ধরনের কথাবার্তা সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন।

এমন অন্যান্য আইন রয়েছে যা অন্যান্য ধরনের বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা নিষিদ্ধ করে

এমন অন্যান্য আইন রয়েছে যা ব্যক্তিবিশেষকে বিভিন্ন ধরনের বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা থেকে রক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ, সংক্ষিপ্ত অপরাধ আইন (Summary Offences Act) 1981, ক্ষতিকারক ডিজিটাল যোগাযোগ আইন (Harmful Digital Communications Act) 2015, হয়রানি আইন (Harassment Act) 1997 এবং ফিল্ম, ভিডিও এবং প্রকাশনা শ্রেণিবিন্যাস আইন (Films, Videos, and Publications Classifications Act) 1993 কিছু ধরনের ক্ষতিকারক কথাবার্তার উপর প্রযোজ্য।

এই আলোচনার নথিটি কেবল মানবাধিকার আইনে প্ররোচনার বিধানগুলো সম্পর্কে। সরকার অন্যান্য যা কাজ করছে সে সম্পর্কিত তথ্য 25 পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

বর্তমান আইনে বেশ কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে

বর্তমান বিধানগুলো নিয়ে বেশ কয়েকটি সমস্যা ন্যায় মন্ত্রক কর্তৃক পরিচালিত একটি পর্যালোচনা এবং 15 মার্চ, 2019-এ ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারির প্রতিবেদন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল।

ফৌজদারি বিধানে ব্যবহৃত বর্তমান ভাষাটি অস্পষ্ট

রয়্যাল কমিশন দেখতে পেয়েছে যে ফৌজদারি বিধানে ব্যবহৃত শব্দগুলো কোন ধরনের আচরণকে অপরাধমূলক বলে গণ্য করা হবে তার যথেষ্ট স্পষ্ট মানদণ্ড প্রদান করে না। এতে বলা হয়েছে যে বর্তমানের শব্দগুলো অত্যধিক জটিল এবং শব্দগুলো পুনর্রচনা করার সুপারিশ করা হয়েছে যার অর্থ হবে যে শুধু চরম পর্যায়ের কথাবার্তাকেই ধরা হবে। রয়্যাল কমিশন নাগরিক বিধানে শব্দগুলো নিয়ে একই রকম সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে, যদিও এর সুপারিশগুলো কেবল ফৌজদারি বিধানের উপরেই নিবদ্ধ ছিল। রয়্যাল কমিশন উল্লেখ করেছে যে ফৌজদারি বিধান পুরানো হয়ে গেছে এবং নাগরিক বিধানের বিপরীতে, ফৌজদারি বিধানটি বৈদ্যুতিন যোগাযোগগুলোকে আওতাভুক্ত করে না।

বিদ্বেষ প্ররোচিত করে এমন কথাবার্তা বর্তমানে বিধানগুলোর আওতায় থাকা গোষ্ঠীগুলোর চেয়ে বেশি গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে

মন্ত্রকের পর্যালোচনা এবং রয়্যাল কমিশনের প্রতিবেদন, উভয়ই দেখতে পেয়েছে যে শুধু জাতি, জাতীয়তা, জাতিসত্তা এবং বর্ণের সাথে সম্পর্কিত বলে তারা কোন গোষ্ঠীগুলোকে আচ্ছাদন করে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিধানগুলো খুব সংকীর্ণ। এগুলো হল মানবাধিকার আইনের 21 ধারায় তালিকাভুক্ত তেরটি "বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের ভিত্তি" এর মধ্যে কেবল চারটি।

বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের ভিত্তির অর্থ হল এক বা একাধিক সীমিত ব্যতিক্রম প্রযোজ্য না হলে তালিকাভুক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বৈষম্য বেআইনি। ধারা 21 এর সম্পূর্ণ পাঠ্য পরিশিষ্ট এক এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এটি একটি ফাঁক কারণ বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত কিছু গোষ্ঠী এমন কথাবার্তার বিরুদ্ধে সুরক্ষাগুলোতে অন্তর্ভুক্ত নয় যা বিদ্বেষ প্ররোচিত করে। তবে, এমন অন্যান্য গোষ্ঠী রয়েছে যারা এমন কথাবার্তার সম্মুখীন হতে পারে যা বিদ্বেষ প্ররোচিত করে।

ফৌজদারি বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি খুবই কম

মন্ত্রকের পর্যালোচনা, এবং রয়্যাল কমিশনের প্রতিবেদন উভয়ই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে ফৌজদারি অপরাধের জন্য তিন মাসের কারাদণ্ডের শাস্তি তুলনামূলকভাবে কম এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্বেষ প্ররোচিত করার গম্ভীরতাকে প্রতিফলিত করে না।

সরকার ছয়টি প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত চাইছে

এই প্রস্তাবগুলোর উদ্দেশ্য কী?

প্রস্তাবগুলো বর্তমান আইনটি নিয়ে উপরে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধান করতে চায়। এই পরিবর্তনগুলোর লক্ষ্য হল বিদ্বেষ প্ররোচিত করে এমন কথাবার্তার বিরুদ্ধে সুরক্ষাগুলো স্পষ্টতর এবং আরও কার্যকর করে তোলা। এর মধ্যে কয়েকটি পরিবর্তন রয়্যাল কমিশন দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছিল। সরকার প্রস্তাবগুলোতে উল্লিখিত সমস্ত পরিবর্তনগুলো করতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। নীতিগতভাবে সম্মতির অর্থ হল প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে বিস্তৃত সাধারণ সম্মতি তবে বিস্তারিত নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলোর উপর নয়।

এই পরিবর্তনগুলোর লক্ষ্য হল এটি নিশ্চিত করা যে বিদ্বেষ প্ররোচিত করে এমন কথাবার্তার বিরুদ্ধে সুরক্ষার সমাজের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রত্যাশা যাতে পূরণ হয়। সরকার মনে করে যে বিদ্বেষমূলক কথাবার্তাকে কখন নিষিদ্ধ করা উচিত এবং কিছু ক্ষেত্রে অপরাধমূলক গণ্য করা উচিত তার জন্য এই নতুন প্রস্তাবগুলো সঠিক ভারসাম্য প্রদান করতে পারে।

আইনের পরিবর্তনগুলো ICCPR এর অধীনে আমাদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণ করতে সহায়তা করবে এবং এগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো দ্বারা করা সুপারিশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যেমন জানুয়ারি 2019 এ নিউজিল্যান্ডের ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (UPR) তে মানবাধিকার কাউন্সিল দ্বারা, জুলাই 2018 তে মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘের কমিটি (UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women) দ্বারা এবং 2017 তে বর্ণগত বৈষম্যের সমস্ত রূপ দূরীকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘের কমিটি (UN Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) দ্বারা করা সুপারিশগুলো।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরকার এই প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে আপনার মতামত শুনতে এবং বিবেচনা করতে চায়।

এখন পর্যন্ত কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার উপর নেওয়া ব্যবস্থা

2019 সালে, ন্যায় মন্ত্রক এবং মানবাধিকার কমিশন এমন গোষ্ঠীগুলোর সাথে সাক্ষাত করেছিল যাদের বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার লক্ষ্যবস্তু হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি যাতে তাদের অভিজ্ঞতা এবং মতামত আরও ভালোভাবে জানা যায়। এই ব্যবস্থাগুলো এই নথির প্রস্তাবগুলোকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারির প্রতিবেদনের উপর নেওয়া ব্যবস্থা

ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে সন্ত্রাসবাদী হামলার তদন্তের রয়্যাল কমিশন 2020 সালের 8 ডিসেম্বর সর্বজনীনভাবে তার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পরে, রয়্যাল কমিশনের প্রধান

সমন্বয় মন্ত্রী, মাননীয় অ্যান্ড্রু লিটল এবং বৈচিত্র্য, অন্তর্ভুক্তি এবং জাতিগত সম্প্রদায়ের মন্ত্রী মাননীয়া প্রিয়াঙ্কা রাধাকৃষ্ণান, বিভিন্ন সরকারী সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে 2021 সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে আউটেরুয়া জুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের এবং আরও বিস্তৃত বিশ্বাসের এবং জাতিগত সম্প্রদায়গুলোর সাথে 33 টি পাবলিক হুই (জনসভা) অনুষ্ঠিত করেন।

এই হুইগুলো সরকারকে মূল উদ্বেগগুলো এবং সম্প্রদায়গুলোর অগ্রাধিকারগুলো বুঝতে, প্রতিবেদন এবং এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে, চলমান উদ্যোগগুলো সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে এবং সম্প্রদায়গুলো কীভাবে ভবিষ্যতে সরকার এবং সরকারী সংস্থাগুলোর সাথে জড়িত হতে এবং কাজ করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করতে সহায়তা করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই হুইগুলোতে অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। উদ্ভূত প্রসঙ্গগুলোর মধ্যে একটি ছিল যে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা, বিদ্বেষমূলক অপরাধ এবং বিদ্বেষমূলক ঘটনাগুলোর অভিজ্ঞতা হয়, এবং আইনী সংস্কার হল পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

ওয়াইতাঙ্গীর সন্ধির (Treaty of Waitangi) ভিত্তিতে বিবেচনাসমূহ

ওয়াইতাঙ্গীর সন্ধি মানবাধিকার আইনে প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধান এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং এই নথির প্রস্তাবগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক। মাওরি এমন একটি গোষ্ঠী যারা বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার সম্মুখীন হন এবং বর্তমানে "জাতি" বা "জাতিগত উৎস" এর ভিত্তির অধীনে প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত। এই নথির প্রস্তাবগুলো মাওরি সহ জাতিগত গোষ্ঠীগুলোকে বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা থেকে আরও সুরক্ষিত করতে চায়। বিশেষত, সুরক্ষা জোরদার করা হবে যেখানে মাওরিরা অন্যান্য যেকোনো বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের ভিত্তি দ্বারা আচ্ছাদিত হবে, উদাহরণস্বরূপ তাকাতপুই (takatāpui) সম্পর্কিত ক্ষেত্রে।

পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ

সাবমিশনগুলো বিশ্লেষণের পরে, সরকার প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো যেমন আছে তেমন ভাবেই রূপায়ণ করবে, নাকি মতামতগুলোর ভিত্তিতে সেগুলো পরিবর্তন করতে হবে, বা অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে কিনা তা বিবেচনা করবে।

সাবমিশনগুলোর সংক্ষিপ্তসার উপলব্ধ করা হবে এবং সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলোর তথ্য এই বছরের শেষের দিকে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই নথিতে প্রস্তাবগুলোতে মতামতের জন্য প্রশ্ন প্রদান করা হয়েছে

নিম্নলিখিত বিভাগে সমস্ত ছয়টি প্রস্তাব কভার করা হয়েছে এবং পৃথকভাবে প্রস্তাবগুলোর সাথে সম্পর্কিত এমন নির্দিষ্ট প্রশ্ন প্রদান করা হয়েছে। তিনটি প্রশ্ন যা আপনি প্রস্তাবগুলোর সমস্তে আপনার সাবমিশনে সহায়তার জন্য ব্যবহার করতে পারেন:

- আপনি কি প্রস্তাবটি থেকে উদ্ভূত কোনো ঝুঁকি বা অনিচ্ছাকৃত পরিণতি দেখতে পাচ্ছেন এবং যদি তা হয় তবে সেগুলো কী?
- এই প্রস্তাবগুলো উন্নত করার কোন উপায় আছে কি?
- এই প্রস্তাবগুলো কি এই নথিতে উল্লিখিত সমস্যাগুলো ছাড়াও ওয়াইতাঙ্গীর সন্ধির অতিরিক্ত

এখানে একটি পরিশিষ্ট রয়েছে যাতে আইনী পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে আরও বিশদে বলা রয়েছে

প্রস্তাবগুলো নিচের নথিতে সাধারণ ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। তবে প্রস্তাবগুলো পৃথক শব্দগুলোর সুনির্দিষ্ট আইনী অর্থ এবং কীভাবে শব্দগুলো কিছু আচরণকে ধরে তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে। মানবাধিকার আইনের জন্য প্রস্তাবিত ভাষা পরিবর্তনের বিষয়ে যদি আপনি আরও বিস্তারিতভাবে পড়তে আগ্রহী হন তবে এগুলো এই নথির পিছনে পরিশিষ্ট দুই এ পাওয়া যাবে।

বিদ্বেষ প্ররোচনার সাথে সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ

প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধান দ্বারা সুরক্ষিত গোষ্ঠীগুলো বৃদ্ধি করা

1 *প্রস্তাব এক: মানবাধিকার আইন 1993-এ প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধানগুলোর ভাষা পরিবর্তন করুন যাতে সেগুলো বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের লক্ষ্যবস্তু হওয়া আরও গোষ্ঠীগুলোকে রক্ষা করে*

বর্তমান আইনটি কী?

প্ররোচনার বিধানগুলো শুধু সেই কথাবার্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা কোনো গোষ্ঠীটিকে তাদের "বর্ণ, জাতি বা জাতিগত বা জাতীয় উৎসের" কারণে লক্ষ্যবস্তু করে।

বর্তমান আইন নিয়ে সমস্যা কী?

"বর্ণ, জাতি বা জাতিগত বা জাতীয় উৎস" ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলো ছাড়াও ধর্ম, লিঙ্গ, যৌনতা এবং অক্ষমতা ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলো সহ অন্যান্য গোষ্ঠীও বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার লক্ষ্যবস্তু হয়। সরকার মনে করে যে এই কারণগুলোর জন্য বিদ্বেষ প্ররোচিত করাও ভুল এবং এগুলো নাগরিক ও ফৌজদারি প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত হওয়ার যোগ্য। রয়্যাল কমিশন এটাও বিবেচনা করেছিল যে বিধানগুলোতে ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এই প্রস্তাবটি কী করবে?

এই প্রস্তাব প্ররোচনার বিধানের উভয়ের শব্দ পরিবর্তন করবে যাতে সেগুলো মানবাধিকার আইন দ্বারা বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত আরও বেশি গোষ্ঠীর উপর প্রযোজ্য হয়।

এগুলো এখনও "বর্ণ, জাতি বা জাতিগত বা জাতীয় উৎস" ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর উপর প্রযোজ্য হবে তবে মানবাধিকার আইন দ্বারা বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত অন্যান্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বা শত্রুতা প্ররোচিত করে এমন কথাবার্তাকেও আওতাভুক্ত করবে।

গোষ্ঠীগুলো তাদের যৌন লক্ষণ, লিঙ্গ (লিঙ্গ পরিচয় সহ), ধর্মীয় বিশ্বাস, অক্ষমতা বা যৌন অভিমুখ সহ অন্যান্য কারণের ভিত্তিতেও বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার সম্মুখীন হয়। সরকার মনে করে যে অন্যান্য গোষ্ঠী যারা বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার সম্মুখীন হয় তারাও আইন দ্বারা সুরক্ষিত হতে পারে এবং এই পরিবর্তন দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া উচিত এমন গোষ্ঠীগুলোর মতামতে আগ্রহী।

বাস্তবে, এর অর্থ হল কেউ যদি এমন কিছু বলেন বা লেখেন যা আইনের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাগুলো মেটায় এবং অন্তর্ভুক্ত একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি গোষ্ঠীটিকে লক্ষ্য করেছেন, তবে মানবাধিকার

কমিশন বা পুলিশে অভিযোগ করা যেতে পারে। কমিশন বা পুলিশ তারপরে নির্ধারণ করবে যে কী ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রস্তাব এক এর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া

- আপনি কি একমত যে এইভাবে প্ররোচনার বিধানগুলোকে সম্প্রসারণ করা এই গোষ্ঠীগুলোকে আরও সুরক্ষিত করবে?
    - কেন বা কেন নয়?
- আপনার মতে, কোন গোষ্ঠীগুলোকে এই পরিবর্তন দ্বারা রক্ষা করা উচিত?
- আপনি কি মনে করেন যে এমন কোনো গোষ্ঠী রয়েছে যারা বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার সম্মুখীন হয় যারা এই পরিবর্তন দ্বারা সুরক্ষিত হবে না?

আইনটি কী ধরনের আচরণ নিষিদ্ধ করেছে তা স্পষ্ট করে দেওয়া এবং আইন ভঙ্গ করার পরিণতি বৃদ্ধি করা

2 *প্রস্তাব দুই: বিদ্যমান ফৌজদারি বিধানের পরিবর্তে অপরাধ আইন (Crimes Act) এ একটি নতুন ফৌজদারি অপরাধ প্রতিস্থাপন করুন যা স্পষ্টতর ও বেশি কার্যকর*

বর্তমান আইনটি কী?

যেমনটি আগে এই নথিতে বর্ণিত হয়েছে (12 পৃষ্ঠায়) মানবাধিকার আইনের 131 ধারায় আউটেরুয়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে "বর্ণগত বৈষম্য প্ররোচনা" অপরাধমূলক।

বর্তমান আইন নিয়ে সমস্যা কী?

এটি একটি জটিল বিধান এবং এটি বোঝা মুশকিল। এর মধ্যে "শত্রুতা" (hostility), "দ্বেষ" (ill-will), "হেনস্থা" (contempt) এবং "উপহাস" (ridicule), এই চারটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার বিস্তৃত অর্থ রয়েছে এবং এগুলো সম্ভাব্যভাবে একে অপরের সাথে জড়িয়ে যেতে পারে। এতে "উত্তেজিত করা" (excite) শব্দটিও এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা দৈনন্দিন ভাষায় প্রায়শই ব্যবহৃত হয় না। রয়্যাল কমিশন উল্লেখ করেছে যে নাগরিক বিধানের বিপরীতে, এটি বৈদ্যুতিন যোগাযোগগুলোকে আওতাভুক্ত করে না।

এই প্রস্তাবটি কী করবে?

এই প্রস্তাবটি অপরাধ আইনে একটি নতুন ফৌজদারি বিধান তৈরি করবে যা মানবাধিকার আইনের 131 ধারার চেয়ে স্পষ্ট এবং বোঝা সহজ।

এই প্রস্তাবের অধীনে, "শত্রুতা", "দ্বেষ", "হেনস্থা" এবং "উপহাস" শব্দগুলো "বিদ্বেষ" (hatred) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে। এই শব্দটি রয়্যাল কমিশন দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল, যা স্বীকার করেছিল যে বর্তমান অপরাধের তুলনায় এই পরিবর্তনটি শব্দগুলোর অর্থ সংকীর্ণ করবে।

এই বিধানের সঠিক ভাষাটি পরামর্শের পরে নির্ধারিত হবে। এর মধ্যে "প্ররোচিত করা" (incite), "উস্কে দেওয়া" (stir up) বা একই অর্থের অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা হবে কিনা তা অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রস্তাবটি এমন কথাবার্তা যা বিদ্বেষ প্ররোচিত করে বা উস্কে দেয় তা নিষিদ্ধ করার পাশাপাসি এমন কথাবার্তাকে নিষিদ্ধ করবে যা বিদ্বেষ বজায় রাখে বা বিদ্বেষকে স্বাভাবিক করে তোলে। এটি নিশ্চিত করবে যে ইতিমধ্যে চরম দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন এমন লোকদের উদ্দেশ্যে করা যোগাযোগগুলো বেআইনি হবে।

প্রস্তাবটিতে যোগাযোগের সমস্ত পদ্ধতি (বৈদ্যুতিন উপায়ে সহ) অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এই প্রস্তাবটি শুধু চরম বিদ্বেষমূলক কথাবার্তাকেই অপরাধমূলক বলে গণ্য হওয়া নিশ্চিত করার মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে এবং এটাও নিশ্চিত করবে যে এমন একটি অভিপ্রায় থাকতে হবে যা অন্যদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ বিকশিত এবং শক্তিশালী করে।

এটি একটি গুরুতর অপরাধ বলে ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য এই নতুন অপরাধটি অপরাধ আইন (Crimes Act) 1961 তে রাখা হবে।

এই প্রস্তাবের ভাষায় সুরক্ষিত গোষ্ঠীগুলোর সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধানগুলোর দ্বারা কোন গোষ্ঠীগুলোকে সুরক্ষিত করা উচিত এই প্রশ্নের জন্য, প্রস্তাব এক দেখুন।

প্রস্তাব দুই এর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া

- আপনি কি একমত যে ফৌজদারি বিধানের ভাষা এভাবে পরিবর্তন করা এটিকে স্পষ্টতর এবং বুঝতে সহজ করে তুলবে?
    - কেন বা কেন নয়?
- আপনি কি মনে করেন যে এই প্রস্তাবটি নতুন অপরাধের অধীনে বেআইনি হওয়া উচিত এমন আচরণগুলোকে ধরবে?

3 *প্রস্তাব তিন: ফৌজদারী অপরাধের গম্ভীরতার আরও ভালোভাবে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এর শাস্তি বাড়িয়ে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা $50,000 পর্যন্ত জরিমানা করুন*

বর্তমান আইনটি কী?

কেউ যদি অপরাধমূলক প্ররোচনার দোষী সাব্যস্ত হয় তবে বর্তমান শাস্তি হল সর্বাধিক তিন মাসের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ $7,000 এর জরিমানা।

বর্তমান আইন নিয়ে সমস্যা কী?

নতুন ফৌজদারি বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত আচরণের গম্ভীরতার মূল্যায়ন এবং অন্যান্য ফৌজদারি অপরাধের সাথে তুলনার ভিত্তিতে সরকার মনে করে যে বর্তমান শাস্তির পরিমাণ খুবই কম। রয়্যাল কমিশন এটাও বলেছে যে শাস্তির পরিমাণ খুব কম এবং সর্বোচ্চ কারাদন্ডের সময়সীমা বাড়িয়ে তিন বছরের করার প্রস্তাব দিয়েছে।

এই প্রস্তাবটি কী করবে?

এই প্রস্তাব নতুন ফৌজদারি অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি বাড়িয়ে তিন বছরের কারাদণ্ড বা $50,000 জরিমানা করবে।

যেহেতু এই অপরাধটি এমন আচরণকে নিয়ে যা সমাজের গোষ্ঠীগুলোর প্রতি বিদ্বেষ ছড়াতে চায়, তাই সরকার মনে করে যে এর শাস্তি কোনো ব্যক্তির দিকে বিদ্বেষ নির্দেশ করার জন্য শাস্তির চেয়ে বেশি হওয়া উচিত।

কিছু তুলনীয় অপরাধ এবং শাস্তি হল:

- সংক্ষিপ্ত অপরাধ আইন (Summary Offences Act) 1981 এর 3 ধারায় বিশৃঙ্খল আচরণের অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে তিন মাসের কারাদণ্ড এবং $2,000 জরিমানা
- ক্ষতিকারক ডিজিটাল যোগাযোগ আইন (Harmful Digital Communications Act) 2015 এর 22 ধারায় ক্ষতিকারক ডিজিটাল যোগাযোগ পোস্ট করার অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে দুই বছরের কারাদণ্ড বা $50,000 জরিমানা
- অপরাধ আইন (Crimes Act) 1961 এর 306 ধারায় হত্যার বা মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি করার হুমকি দেওয়ার অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে সাত বছরের কারাদণ্ড
- ফিল্ম, ভিডিও এবং প্রকাশনা শ্রেণিবিন্যাস আইন (Films, Videos, and Publications Classifications Act) 1993 এর 124 ধারায় আপত্তিজনক প্রকাশনা বা বিতরণ করার অপরাধের সর্বাধিক শাস্তি হচ্ছে 14 বছরের কারাদণ্ড।

প্রস্তাব তিন এর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া

- আপনি কি মনে করেন যে এই শাস্তিটি অপরাধের গম্ভীরতাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে?
    - কেন বা কেন নয়?
- যদি আপনি একমত না হন, তবে কোন অপরাধগুলোকে উপযুক্ত তুলনা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত?

4 *প্রস্তাব চার: ফৌজদারি বিধানে যে পরিবর্তন হচ্ছে তার সাথে আরও ভালো মিল রাখার জন্য নাগরিক প্ররোচনা বিধানের ভাষা পরিবর্তন করুন*

বর্তমান আইনটি কী?

যেমনটি আগে বর্ণনা করা হয়েছে (পৃষ্ঠা 11 দেখুন) মানবাধিকার আইনের 61 ধারা হল একটি নাগরিক বিধান যা কোনো ব্যক্তির "বর্ণ, জাতি, বা জাতিগত বা জাতীয় উৎস" এর উপর ভিত্তি করে একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শত্রুতা প্ররোচিত করা বা হেনস্থা করাকে বেআইনি বলে গণ্য করে।

বর্তমান আইন নিয়ে সমস্যা কী?

যদি প্রস্তাব দুই বাস্তবায়িত হয় তবে ফৌজদারি এবং নাগরিক বিধানগুলোতে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে অসঙ্গতি থাকবে। এটি "বিদ্বেষ প্ররোচিত করা বা উস্কে দেওয়া" এবং "শত্রুতা জাগিয়ে তোলা বা হেনস্থা করা" এর মধ্যে পার্থক্য কী তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করবে। এতে স্পষ্ট নাও হতে পারে যে বিদ্বেষ প্ররোচিত করার জন্য নাগরিক বিধানের অধীনে কোনো অভিযোগ করা যাবে। নাগরিক ও ফৌজদারি বিধানগুলোর মধ্যে এই পার্থক্য তৈরি করাটা উদ্দেশ্য নয়।

এই প্রস্তাবটি কী করবে?

এই প্রস্তাবটি প্ররোচনা সংক্রান্ত নাগরিক বিধানের ভাষাকে পরিবর্তিত করে বিদ্যমান শব্দগুলোর পাশাপাশি "বিদ্বেষ প্ররোচিত করা / উস্কে দেওয়া, বজায় রাখা বা স্বাভাবিক করা" অন্তর্ভুক্ত করবে।

কোন ধরনের আচরণ নিষিদ্ধ সে বিষয়ে নাগরিক ও ফৌজদারি বিধানগুলোর মধ্যে সঙ্গতি থাকা উচিত। নাগরিক বিধানে "বিদ্বেষ" (hatred) অন্তর্ভুক্ত হওয়া কাম্য যাতে সবচেয়ে গুরুতর এবং ক্ষতিকারক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নাগরিক দায়ও চাপানো যায়।

বর্তমান প্রস্তাবটি নাগরিক বিধানে অন্য কোনো পরিবর্তন করে না। রয়্যাল কমিশন উল্লেখ করেছে যে নাগরিক বিধানের ভাষা প্রয়োগযোগ্যতার সমস্যাও উত্থাপন করে কারণ এটিও অস্পষ্ট।

বিদ্বেষ প্ররোচনা ছাড়াও কোন আচরণগুলো এটি আওতাভুক্ত করে তা পরিষ্কার করার জন্য বিধানটির অন্যান্য পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রস্তাব চার এর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া

- আপনি কি 61 ধারায় ভাষার এই পরিবর্তনকে সমর্থন করেন?
    - কেন বা কেন নয়?
- আপনি কি মনে করেন যে নাগরিক বিধানের বর্তমান ভাষার অন্য কোনো অংশ পরিবর্তন করা উচিত?

বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা আরও বিস্তৃতভাবে উন্নত করা

সরকার চিহ্নিত করেছে যে মানবাধিকার আইনে বৈষম্য সম্পর্কিত আইন নিয়ে দুটি সমস্যা রয়েছে যা এটি সমাধান করতে চায়। সরকার এগুলোর বিষয়েও আপনার মতামত শুনতে চায়।

5 *প্রস্তাব পাঁচ: নাগরিক বিধান পরিবর্তন করুন যাতে "বৈষম্য প্ররোচিত করা" আইন বিরোধী হয়*

বর্তমান আইনটি কী?

61 ধারায় "বৈষম্য প্ররোচনার" কোনো উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত নেই।

বর্তমান আইন নিয়ে সমস্যা কী?

ICCPR এর অধীনে, “বৈষম্য, শত্রুতা বা সহিংসতার প্ররোচনা ঘটানো জাতীয়, জাতিগত বা ধর্মীয় বিদ্বেষের যেকোনো ধরনের ওকালতি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হবে।" আউটেরুয়া ICCPR এ সাইন আপ করেছে, তবে বৈষম্যমূলক প্ররোচনা আউটেরুয়া আইনে বর্তমানে নিষিদ্ধ নয়। প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো আউটেরুয়াকে ICCPR এর সাথে আমাদের আইনকে আরও ভালোভাবে সংগত করার অনুমতি দেবে।

এই প্রস্তাবটি কী করবে?

এটি মানবাধিকার আইন দ্বারা বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত এমন গোষ্ঠীগুলোর সদস্যদের, যারা বিদ্বেষ প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত, তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করার জন্য অন্যদের প্ররোচিত করা বেআইনি করে তুলবে। বৈষম্যমূলক আচরণের অর্থ হল কারোর সাথে তাদের জাতিসত্তা বা লিঙ্গের মতো কিছুর কারণে অন্যদের চেয়ে খারাপ আচরণ করা। প্রস্তাব চারের মতো, এটি নাগরিক বিধানের ভাষা পরিবর্তন করবে।

প্রস্তাব পাঁচ এর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া

- আপনি কি ধারা 61 তে বৈষম্যমূলক প্ররোচনা নিষিদ্ধকরণকে অন্তর্ভুক্ত করা সমর্থন করেন?
    - কেন বা কেন নয়?

6 *প্রস্তাব ছয়: মানবাধিকার আইনে বৈষম্যের ভিত্তিগুলো বাড়ান যাতে স্পষ্ট হয় যে ট্রান্স, জেন্ডার ডাইভার্স এবং ইন্টারসেক্স মানুষরা বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত*

বর্তমান আইনটি কী?

মানবাধিকার আইনে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের ভিত্তির তালিকার মধ্যে রয়েছে "যৌন লক্ষণ (sex), যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গর্ভাবস্থা এবং সন্তান প্রসব" এবং "যৌন অভিমুখ, যার মানে একজন বিষমকামী (heterosexual), সমকামী পুরুষ (homosexual), সমকামী নারী (lesbian) বা উভকামী (bisexual) অভিমুখ"।

বর্তমান আইন নিয়ে সমস্যা কী?

সরকার মনে করে যে বর্তমান বিধানগুলোতে এটি যথেষ্ট স্পষ্ট নয় যে ট্রান্স, জেন্ডার ডাইভার্স এবং ইন্টারসেক্স মানুষরা বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত। সরকার এবং মানবাধিকার কমিশন মনে করে যে "যৌন লক্ষণ" (sex) এর বিদ্যমান ভিত্তি এই গোষ্ঠীগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে তবে "যৌন লক্ষণ" এবং "লিঙ্গ" হল ভিন্ন ধারণা এবং আইনটি আরও স্পষ্ট হতে পারে।

এই প্রস্তাবটি কী করবে?

এই প্রস্তাব মানবাধিকার আইনে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের ভিত্তিগুলোতে ট্রান্স, জেন্ডার ডাইভার্স এবং ইন্টারসেক্স মানুষদের সুরক্ষা স্পষ্ট করার জন্য পরিবর্তন আনবে। "যৌন লক্ষণ" (sex) এর ভিত্তিতে ভাষাটিকে পরিবর্তন করে "লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য বা ইন্টারসেক্স স্থিতি" অন্তর্ভুক্ত করে এবং "লিঙ্গ অভিব্যক্তি এবং লিঙ্গ পরিচয় সহ লিঙ্গ" এর একটি নতুন ভিত্তি যুক্ত করার মাধ্যমে এটি করা হবে। এটি স্পষ্ট করে দেবে যে লিঙ্গ, লিঙ্গ অভিব্যক্তি, লিঙ্গ পরিচয়, লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য বা ইন্টারসেক্স স্থিতির ভিত্তিতে বৈষম্য বেআইনি। জেন্ডার ডাইভার্স এর স্থানে "যৌন বৈশিষ্ট্যের প্রকরণ" (variation of sex characteristics) বা "নন-বাইনারি" (non-binary) এর মতো অন্যান্য শব্দগুলো ব্যবহার করা হতে পারে বলে আমরা সচেতন।

ওয়াইতাঙ্গীর সন্ধি এই প্রস্তাবের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। সরকার নিশ্চিত করতে চায় যে তাকাতপুই (takatāpui) এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিকভাবে নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচয়গুলো বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত রয়েছে তা এই পরিবর্তনটি যথাযথভাবে নিশ্চিত করবে। তাকাতপুই একটি পরম্পরাগত শব্দ যার অর্থ 'একই লিঙ্গের অন্তরঙ্গ সঙ্গী।' এটি এমন সমস্ত মাওরিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছে যারা নিজেদের বিভিন্ন লিঙ্গ এবং যৌন অভিমত যেমন হোয়াকাওয়াহিনে (Whakawāhine), তাঙ্গাতা ইরা তানে (tangata ira tāne), সমকামী নারী, সমকামী পুরুষ, উভকামী, ট্রান্স, ইন্টারসেক্স এবং কুইয়ার হিসাবে চিহ্নিত করে।

এই প্রস্তাবটি বিদ্বেষ প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। তবে, প্রস্তাব এক এর ফলে বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা থেকে ট্রান্স, জেন্ডার ডাইভার্স এবং ইন্টারসেক্স মানুষদের রক্ষা করতে প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধানগুলো প্রসারিত করা হতে পারে।

এই প্রস্তাবের উপর নেওয়া ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আইনটির 21 ধারায় উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা, কারণ সরকার এটিকে আইনের মৌলিক পরিবর্তনের পরিবর্তে স্থিতাবস্থার স্পষ্টীকরণ হিসাবে বিবেচনা করে।

প্রস্তাব ছয় এর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া

- আপনি কি এই পরিভাষাটি উপযুক্ত বলে মনে করেন?
- আপনি কি মনে করেন যে এই প্রস্তাবটি মানবাধিকার আইনের অধীনে বৈষম্য থেকে রক্ষা করা উচিত এমন গোষ্ঠীগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে আওতাভুক্ত করে?
- আপনি কি মনে করেন যে এই প্রস্তাবটি যথাযথভাবে তাকাতপুই সহ সাংস্কৃতিকভাবে নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের রক্ষা করে?

এমন সম্পর্কিত কাজ যার বিষয়ে এই নথিতে আলোচনা করা হয়নি

এই আলোচনার নথিতে বিস্তৃত সরকারী কাজের একটি নির্দিষ্ট দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

রয়্যাল কমিশনের সুপারিশের জবাবে সরকার একাধিক সম্পর্কিত কাজ চালাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কাজ রয়্যাল কমিশনের রিপোর্টের আগেই শুরু হয়েছিল। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

- বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা, বর্ণবাদ এবং বৈষম্যের মোকাবিলা করতে মানবাধিকার কমিশনের সক্ষমতা জোরদার করা
- পুলিশের নেতৃত্বাধীন কাজ দ্বারা বিদ্বেষ সংক্রান্ত অপরাধের সঠিক শনাক্তকরণ, রেকর্ড ও প্রতিবেদন করা এবং প্রতিক্রিয়া জানানো
- বিদ্বেষমূলক অপরাধ সম্পর্কিত ন্যায় মন্ত্রকের কাজ
- সহিংস উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় কাজ
- ফিল্ম, ভিডিও এবং প্রকাশনা শ্রেণিবিন্যাস আইনের আওতায় আপত্তিকরের সংজ্ঞাতে পরিবর্তন
- জাতিগত সম্প্রদায়গুলোর ফলাফল উন্নত করতে জাতিগত সম্প্রদায়ের জন্য মন্ত্রক তৈরি করা
- সামাজিক সংহতির উপর কাজ
- বর্ণবাদ বিরোধী জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (National Action Plan Against Racism) বিকাশ, এবং
- ভুল তথ্য এবং গুজবের বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করা।

MINISTRY OF JUSTICE
Tāhū o te Ture

New Zealand Government